সাংস্কৃতিক পর্যটন গাইডলাইন
২০২২

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৈচিত্র্যময় এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ একটি দেশ। এ দেশের উৎসব, স্থাপত্যশৈলী, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা এবং ধর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে এর ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়। পর্যটনের অন্যতম ধরণ হচ্ছে সাংস্কৃতিক পর্যটন, যা বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি করে থাকে। বিশ্বব্যাপী অকৃত্রিম সাংস্কৃতিক পর্যটনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে বাংলাদেশকে একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। "সাংস্কৃতিক পর্যটন গাইডলাইন" এ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন, বিকাশ, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২. প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা

সাংস্কৃতিক পর্যটন (Cultural Tourism): সাংস্কৃতিক পর্যটন এমন এক ধরনের পর্যটন যেখানে পর্যটকরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কার্যক্রম উপভোগ করে ঐতিহ্যবাহী স্থান পরিদর্শন এবং ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে একটি গন্তব্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারে।

সাংস্কৃতিক পর্যটক (Cultural Tourist): যে সকল পর্যটকের ভ্রমণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জীবনধারা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করা তাদের সাংস্কৃতিক পর্যটক হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সাংস্কৃতিক গ্রাম (Cultural Village): সাংস্কৃতিক গ্রাম বলতে একটি বিশেষ পরিকল্পিত গ্রামীণ পর্যটন এলাকাকে বুঝায় যা একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি, জীবনধারা, কার্যক্রম এবং শিল্পকর্মের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এটি অনেকটা 'জীবন্ত জাদুঘরের' (Living Museum) প্রতিচ্ছবি।

সাংস্কৃতিক সহায়ক দল (Cultural Support Team): আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে নিবেদিত একটি দল যারা দেশী-বিদেশী পর্যটকদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করে এবং তা উপভোগ করতে সহায়তা করে। তারা মূলত বিদেশী সাংস্কৃতিক পর্যটকদের আনন্দ-বিনোদনের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে থাকে।

সাংস্কৃতিক পর্যটন সাইট (Cultural Tourism Site): একটি উল্লেখযোগ্য পর্যটন সাইট যেখানে পর্যটনের প্রধান উপকরণ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। উক্ত পর্যটন সাইটে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যেমনঃ সাংস্কৃতিক গ্রাম।

সাংস্কৃতিক পর্যটন অনুষ্ঠান (Cultural Tourism Event): গান, নাচ, নাটক ইত্যাদিসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম যা পর্যটকদের মনোরঞ্জন বিনোদন ও আনন্দ প্রদান করে তা সাংস্কৃতিক পর্যটন অনুষ্ঠান বলে গন্য হয়। সাধারণত বিচ কার্নিভাল, বিভিন্ন পর্যটন মেলা ও উৎসবের মধ্যে সাংস্কৃতিক পর্যটন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট (World Heritage Site): বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান বিশেষ ধরনের একটি স্থান যা ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রণীত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

৩. উদ্দেশ্য

এ গাইডলাইনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো সাংস্কৃতিক পর্যটন চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন, বিকাশ ও প্রচার। এছাড়া, এ গাইডলাইনের অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক. বাংলাদেশে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

খ. এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়ন সমন্বয় করা।

গ. পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্টদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।

ঘ. জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পর্যটন সংস্কৃতি বিকাশে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ধারণ তৈরি করা।

৪. সাংস্কৃতিক পর্যটনের বৈশিষ্ট্য

সাংস্কৃতিক পর্যটনের ধরণ অন্যান্য পর্যটন কার্যক্রমের তুলনায় ভিন্ন কারণ সাংস্কৃতিক পর্যটন অধিকতর সহজগম্য এবং অন্তর্নিহিত অনুভূতি সৃষ্টি করে থাকে। এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক. স্পর্শনীয় উপাদান (Tangible Elements), স্পর্শনীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হচ্ছে একটি সমাজের বাহ্যিক শিল্প কর্ম যা সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা হয়ে থাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঐতিহাসিক এবং আর্কষণীয় দালানকোঠা, স্মৃতিস্তম্ভ, ঐতিহাসিক স্থানসহ অন্যান্য বাহ্যিক স্থাপনা যার ঐতিহাসিক, সংস্কৃতিক এবং শিল্পগত গুরুত্ব বিদ্যমান থাকে।

খ. অস্পর্শনীয় উপাদান (Intangible Elements), স্পর্শনাতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হলো একটি অনুশীলন, উপস্থাপনা, অভিব্যক্তি, জ্ঞান বা দক্ষতা, যা ইউনেস্কো কর্তৃক একটি স্থানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। স্পর্শনাতীত ঐতিহ্য অভৌতিক বৌদ্ধিক সম্পদ নিয়ে গঠিত, যেমন: লোককাহিনী, রীতিনীতি, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, জ্ঞান ও ভাষা। স্পর্শনাতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ইউনেস্কোর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা সংস্কৃতির স্পর্শনাতীত দিকসমূহের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বাস্তব বিশ্ব ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত বিবেচনা করা হয়। ইউনেস্কো এই ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করে।

গ. সমসাময়িক সংস্কৃতি ও সৃজনশীল শিল্প, যেমনঃ চলচ্চিত্র, অভিনয় শিল্প, নকশা, ফ্যাশন, মিডিয়া ইত্যাদি।

ঘ. নানাবিধ পর্যটন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সমন্বয় যেমনঃ খেলাধুলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কেনাকাটা।

৫. সাংস্কৃতিক পর্যটনের জন্য নির্দেশনা

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক পর্যটন বিকাশ ও প্রচারের মূলকথা হচ্ছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা যাতে পর্যটকদের প্রকৃত (Authentic) পর্যটন অভিজ্ঞতা প্রদান করা যায়। এদেশে সাংস্কৃতিক পর্যটন বিকাশের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে, নিম্নলিখিত নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন করা আবশ্যক হবে:

৫.১ কাঠামোগত উন্নয়ন

ক. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহরের কাছাকাছি সাংস্কৃতিক গ্রাম তৈরি।

খ. সাংস্কৃতিক পর্যটকদের জন্য আঞ্চলিক এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক পর্যটন সহায়ক দল গঠন।

গ. সাংস্কৃতিক পর্যটন সাইটগুলোতে অবকাঠামো, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা এবং পরিবহন সুবিধার উন্নয়ন।

৫.২ স্টেকহোল্ডার অংশীদারিত্ব

ক. সাংস্কৃতিক পর্যটন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা এবং তাদের সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা ও গৌরব সম্পর্কে পর্যটকদের অবহিত করা।

খ. সাংস্কৃতিক পর্যটন সম্পদ যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য পাবলিক, প্রাইভেট ও কমিউনিটি পার্টনারশিপ (PPCP) উৎসাহিত করা।

গ. অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং পর্যটন কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং পারস্পারিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

৫.৩ টেকসই সাংস্কৃতিক পর্যটনে করণীয়

ক. সাংস্কৃতিক পর্যটনস্থলে স্থানীয় পণ্যের ব্যবহারকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

খ. সাংস্কৃতিক পর্যটক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পৃথক সাংস্কৃতিক পরিচয়, বিশ্বাস এবং জীবনধারা সম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা।

গ. পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করতে টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহারকে সহজতর করা।

ঘ. সাংস্কৃতিক পর্যটন সাইট পরিদর্শন করার সময় পর্যটক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে দায়িত্বশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাবহার নিশ্চিত করা।

৫.৪ বিপণন এবং প্রচার

ক. বাংলাদেশকে একটি অনন্য সাংস্কৃতিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে উন্নীত করতে সকল প্রকার ঐতিহ্যবাহী এবং ডিজিটাল মার্কেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করা।

খ. পর্যটকদের চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিনোদন কার্যক্রম ডিজাইন করা এবং উচ্চমানের অভিজ্ঞতা প্রদান করা।

গ. সাংস্কৃতিক পর্যটন আকর্ষণকে বিশ্বব্যাপী প্রচারের উদ্দেশ্যে বিদেশী 'সরবরাহকারী পক্ষের স্টেকহোল্ডারদের' (Supply Side Stakeholder) জন্য পরিচিতি ভ্রমণের (Familiarization Trip) ব্যবস্থা করা।

৫.৫ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন

ক. সাংস্কৃতিক পর্যটনের প্রভাব নির্ধারণের জন্য পরিমাপযোগ্য সূচক যেমন, রাজস্ব উৎপাদন, পর্যটক আগমন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি নির্ধারন করা।

খ. সাংস্কৃতিক উপাদানের পরিবর্তনের মাত্রা মূল্যায়ন করা এবং এর বাণিজ্যিকীকরণ (Commodification) রোধ করা।

৬. সাংস্কৃতিক পর্যটন সংরক্ষণ

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলো সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি সাইটের বিস্তারিত বর্ণনা/ম্যাপিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পর্যটকদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ সাংস্কৃতিক সম্পদের সুরক্ষা এবং সংরক্ষণের মধ্যে সঠিক

ভারসাম্য নিশ্চিত করতে পর্যটন সাইট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করা জরুরি। এই উদ্দেশ্যে, নিম্নলিখিত নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন করা আবশ্যকঃ

ক. স্থানীয় সংস্কৃতির গৌরব, বাস্তবতা এবং বিশ্বাসকে সম্মান করা এবং এর স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করা।

খ. সংবেদনশীল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী সাইটগুলোর ধারণ ক্ষমতা (Carrying capacity) নির্ধারণ করা।

গ. সাংস্কৃতিক অকৃত্রিমতা সংরক্ষণ ও বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সাংস্কৃতিক পর্যটন উন্নয়নে তাদের সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করা।

৭. সাংস্কৃতিক পর্যটন উন্নয়নের জন্য কমিটি

অকৃত্রিমতা (Authenticity) একটি সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য বিধায় এর যথাযথ সংরক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং পর্যটন প্রকৃতিগতভাবে স্থিতিশীল নয় তাই এর পরিবর্তনগুলো নিয়মিত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক পর্যটনের উন্নয়ন, প্রচার ও ব্যবস্থাপনার জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি কাজ করতে পারে।

জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি কমিটি নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারেঃ

ক. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সাংস্কৃতিক পর্যটন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও কৌশল বাস্তবায়ন করা।

খ. সাংস্কৃতিক পর্যটন কার্যক্রম প্রচারের জন্য সৃজনশীল সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যবাহী স্থান চিহ্নিত করা।

গ. সাংস্কৃতিক পর্যটন বিকাশের জন্য দেশের বিদ্যমান প্রাসঙ্গিক আইন, বিধি, নীতিমালা পর্যালোচনা করা।

ঘ. পরিবেশ বান্ধব এবং সামাজিকভাবে কাম্য সাংস্কৃতিক পর্যটন কার্যক্রমের মান নির্ধারণ করা।

ঙ. সাংস্কৃতিক পর্যটন সাইটগুলির উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং পরামর্শ প্রদান করে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকে সহায়তা করা।

চ. সাংস্কৃতিক পর্যটন সংরক্ষণের জন্য গৃহীত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে বহাল রাখতে পর্যটনস্থলের সমস্ত কার্যক্রম ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা।

ছ. পর্যটক সংখ্যা, রাজস্ব আয়, পরিবেশের উপর প্রভাব, স্থানীয় কর্মসংস্থানে সাংস্কৃতিক পর্যটনের অবদান সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কাছে পেশ করা।

৮. সাংস্কৃতিক পর্যটনের জন্য অর্থায়ন এবং বাজেট

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড সাংস্কৃতিক পর্যটন উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন বাজেট প্রস্তুত করবে। সমস্ত ব্যয় সরকারি আর্থিক নিয়ম-কানুন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। সারা দেশে সাংস্কৃতিক পর্যটন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা যেতে পারেঃ

ক. সাংস্কৃতিক পর্যটনকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য স্পন্সরশিপের ব্যবস্থা করা।

খ. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করে সাংস্কৃতিক পর্যটন সাইট এবং ইভেন্টগুলোর উন্নয়ন, প্রচার এবং সংরক্ষণের জন্য সহ-অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।

গ. সাংস্কৃতিক পর্যটনের সুবিধার্থে স্থানীয় সরকার, বেসরকারি সংস্থা/পর্যটন ব্যবসা এবং এনজিও গুলোর মতো মূল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ করে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ (PPP) গঠন করা।

ঘ. সাংস্কৃতিক পর্যটনের পরিপূরক সৃজনশীল সাংস্কৃতিক শিল্প প্রচার করতে ও টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করা।